শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

রচিত একটি অপূর্ব প্রবন্ধ

শীঘ্রই আমি তোমাকে শিখাবো, কিভাবে বাজপাখি শিকার করতে হয়

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)
রচিত একটি অপূর্ব প্রবন্ধ

শীঘ্রই আমি তোমাকে শিখাবো, কিভাবে বাজপাখি শিকার করতে হয়

(সুওয়াকাহ কারাগার থেকে লিখিত কিছু কথা)

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

নিঃসন্দেহে এই সময়টা আমাদের জন্যে খুবই আবেগঘন সময়, আর এখানে আমরা সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, আজ কারাগারে আমাদের বন্দীরত জীবনের চতুর্থ রমজানে এসে আমরা পৌঁছেছি।

এই সময়ে মানুষ আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে অথবা অন্যান্য উপকারী আমলে ব্যস্ত থাকে যেন সে তার আবেগ ও স্মৃতির পাতায় হারিয়ে না যায়, বিশেষ করে আজকের এই মুহূর্তগুলোতে যখন কিনা আমার মনে এমন একটি দৃশ্য রয়েছে যা প্রতি বছর রমজান মাসের প্রথম দিনটি এলেই আমার চোখে ভেসে উঠে।

খাবারের টেবিলের চতুর্দিকে বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি আর আযানের জন্য অপেক্ষা, আর তাদের ইফতার প্রস্তুত করার জন্য তাদের মায়ের ইতস্তত ছোটাছুটি, যেখানে বাচ্চাদের কেউই সেই বয়সে পৌঁছায় নি যে বয়সে মানুষের উপর রোজা ফরয হয়। তবুও তারা সকলেই রোজা রাখার ব্যাপারে অতি উৎসাহী, বিশেষ করে রমজানের প্রথম দিনটিতে তো অবশ্যই।

যা কিছুই নতুন, তার সবটাতেই বাচ্চারা এমন উচ্ছলতা দেখায়। তারা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সবটুকু খাবার খেয়ে নেয়! ঠিক আছে...তবে, সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য শুধু উৎসাহই যথেষ্ট নয়, তাই নয় কি?

আমার কারাকক্ষের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে আমি কাহালাহ মরুভূমিতে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য তাকিয়ে দেখছি। সূর্য তার রশ্মিগুলোকে এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে গুটিয়ে নিচ্ছে...এবং বেশ দ্রুত, আযানের ধ্বনি নিশ্চিত করে দিচ্ছে যে সূর্য ডুবে গেছে।

আহ...জীবনটা কত ছোট!...এক ঝাঁক পাখি লাল আকাশের অসীম দিগন্তের পানে উড়ে উড়ে তাদের নীড়ে ফেরত যাচ্ছে যেখানে তাদের কচি ছানাগুলো রয়েছে, অন্ধকার নেমে আসার আগেই পৌঁছাতে হবে। মুতামিদ বিন ইবাদ কারারুদ্ধ অবস্থায় যা বলেছিলেন সেই কথাগুলো আমার বার বার মনে পড়ছিল,

আল্লাহ বিড়ালের শাবকগুলোকে রক্ষা করেছেন,
আর আমার ক্ষুদ্র ছানাগুলো পানি ও ছায়ার কাছে প্রতারিত হলো।

এটাই মানব প্রকৃতি, আল্লাহ তাদের অন্তরে স্বীয় রহমতের যে বীজ বপন করে দিয়েছেন তা নিয়ে তারা বিনত। কখনোও এই রহমত মানুষকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলে সে যতই কঠিন, শক্ত ও সহিষ্ণু হোক না কেন।

আমি এই স্মৃতির জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেই এবং মুখ ফিরিয়ে নেই, আমার ছোট্ট কারাকক্ষের দেয়ালগুলোতে কিছু কবিতার পংক্তি লিখেছিলাম সেগুলো মনে পড়ে যায়,

হে আমার ভাই, আমরা তো খারাপ কিছু আশা করি নি
মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের ওয়াদার ব্যাপারে,
এই বন্দীত্ব তো আমাদের দৃঢ়তাকেই বৃদ্ধি করেছে,
আর বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই কারাগারে।

ভাইদের উপর যে নির্যাতন ঘটেছে,
আর শত শত দায়ীকে যে হত্যা করা হয়েছে,
সে তো শুধুমাত্র আমাদের ঈমানের পতাকাকেই উত্তোলন করেছে,
আর আমাদের দ্বীন ও তাওহীদের সত্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এক রবের সন্তুষ্টি অর্জন এবং এক দ্বীনকে সমর্থন করতে
এই কারাগার তো সুগন্ধময় আর মৃত্যুও সুমিষ্টরূপ,
এক মহাপরাক্রমশালী ও পরম করুণাময় রবকে খুশি করতে
এই জীবন আর সন্তান-সন্ততি সবই শূণ্যের স্বরূপ।

এই মুহূর্তগুলোতে আমার শিশু ছেলে উমার এর কিছু কথা মনে পড়ছে যা অতীতের একটি রমজানে সে তার মাকে বলছিল, “আমার বাবা একজন ভালো মানুষ, আমি তাকে ভালবাসি, তাকে নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি তাকে আমাদের সাথে দেখতে চাই, কারাগারে না।”

তার মা তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাকে পূর্বেকার কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলো, আর আমি যেন রাতের আঁধারে সেই কথা গুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, “উমার? এসব তুমি কি বলছো? আমি কি তোমাকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটি বলি নি যে, তিনি যে বিষয়ের দিকে আহবান করেছিলেন সে জন্য তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? আর মূসা ও ঈসা (আলাইহিমাস সালাম), আসহাবে কাহফ আর আসহাবুল উখদুদের কথাও ভুলে গেলে?”

হে উমার! এর প্রয়োজন আছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যখন আমি ছুটির দিনগুলো তোমাদের সাথে কাটিয়েছিলাম। কোথায় তোমার সেই কথাগুলো যা তুমি আমার মানহাজের (কর্ম পদ্ধতির) সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে তোমার মাকে বলেছিলে, “আমি আমার বাবার মতো হতে চাই, আর যখন আমি বড় হবো তখন আমি সেটাই করবো যা তিনি করেছিলেন। আর আমি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।”

আর আজকে তুমি কি বলছো? দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কি এতই বেড়ে গেছে? যাত্রা তো সবে শুরু হয়েছে, ব্যাটা আমার। তুমি কি তোমার ছোট দুই ভাইবোনের মতো হয়ে গেছো যারা আমার কারাবন্দীত্বে অতিমাত্রায় ব্যথিত হয়ে পড়েছে? তুমি কি বিজয়ের ব্যাপারে হতাশ হয়ে এই রাস্তা পরিত্যাগ করেছো?

আমার এখনো মনে পড়ে তোমার চোখের সেই ঝলকানির কথা, যখন মধ্যরাতে আল্লাহর শত্রুরা আমাদের বাসায় হানা দেয় আর তুমি তাদের প্রতি চিৎকার করছিলে, যখন শীতের সেই রাতে তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে গেলে, আর তাদের নোংরা গলার আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে উঠে এসে দেখলে যে, পুরো বাড়িতে তারা ছড়িয়ে আছে, প্রতিটা জিনিস আর ঘরের প্রতিটা কোণা তারা খুঁজে খুঁজে দেখছে। তাদের মধ্যে একটা কাফের তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, “তোর বাবা কই?”

তাই তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে চোখ ডলতে ডলতে বললে, “আমি জানি না।” অথচ তুমি খুব ভালোভাবেই জানতে যে, সেই রাতে তোমার বাবা কোথায় ছিল।

আবু হাফস, আমার এখনো মনে পড়ে, আর আমি তা কখনো ভুলবো না যে, সেই রাতে তুমি তাদের দিকে কিভাবে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে যখন শেষবারের মতো আমি তোমাদের ছেড়ে যাই; রাতটা ছিল আমার গ্রেফতার হবার রাত, আজকের থেকে চার বছর আগে। আমার হাতে তারা হাতকড়া পরিয়ে দেয় আর চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে, আর লাঠি আর রাইফেলের বাট দিয়ে আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সামনে নিয়ে যায়। আমি তোমাকে আঁধারের মাঝেও দেখছিলাম যখন তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলে, যখন আমি তোমাকে বলছিলাম, “এদেরকে ভয় পেয়ো না! এদের দ্বারা শঙ্কিত হয়ো না! এরা পোকামাকড় ছাড়া কিছুই না! এরা সব মাছি!” আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে যে, তোমার মনে এই কথাগুলো কিভাবে গেঁথে গেছে আর তোমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়েছে, কারণ ছ’মাস পর যখন তারা আমাকে তাদের থানা থেকে কারাগারে নিয়ে গেলো আর তুমি আমাকে দেখতে গেলে, তখন তোমাকে সেই রাতের কথা মনে করিয়ে দেবার সাথে সাথেই তুমি বলে উঠেছিলে, “হ্যা বাবা, আমার খুব ভালোমতোই মনে আছে। তুমি আমাদেরকে বলেছিলে যে, তাদেরকে ভয় না পেতে, আর বলেছিলে যে, তারা তো কীটপতঙ্গ আর মাছি।”

আমার অবাক লাগছে যে, তোমার কচি মন সেই অন্ধকারময় রাতের এত ঘটনার মাঝে কিভাবে শুধু ঐ কথাগুলোই মনে রেখেছে। আমি তোমাকে সেদিন ইবনুল কাইয়্যুমের (রহিমাহুল্লাহ) কবিতা থেকে একটি পংক্তি শুনিয়েছিলাম, যা আমি তোমার জন্য আমার কারাকক্ষের দেয়ালে লিখেও রেখেছি,

তাদের অধিক সংখ্যাকে ভয় করো না,
যেহেতু তারা গুরুত্বহীন এবং মাছির মতো।
তোমরা কি একটা মাছি কে ভয় পাও?

মনে পড়ছে কি? ও উমার! আল্লাহর দুশমনেরা এই লেখাটি দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। তাদের এত ক্রোধান্বিত দশা সত্ত্বেও তোমাকে এই কথাটি জানাতে আমার আনন্দ লাগছে।

তাহলে আজকে কেন তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়ছো?

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখনোও ছোট্ট, আর এই রাস্তাটি অনেক দীর্ঘ এবং প্রতিকূলতায় ভরা। এমনকি সেরারাও এই রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, কত মানুষ এই চলার পথে থেমে যায়!

আমি কি তোমাকে এবং অন্যান্যদেরকে বার বার বলি নি যে, অন্যান্য দেশে আমাদের ভাইদের উপর চালানো অত্যাচারের তুলনায় আমাদের প্রতি চালানো এই অত্যাচার খুবই কম? এটা তো শুধু সূচনা মাত্র, ছোট্ট ছেলে আমার। আর এই মূল্যবান দাওয়াত এবং মহামূল্য পুরস্কার লাভের পথে এগুলো তো প্রথম ধাপ মাত্র, যার মূল্য দিতে শুধুমাত্র সত্যিকার পুরুষেরাই উঠে দাঁড়ায়,

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ আছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করে নি।[১]

হে আল্লাহর পুরস্কার, নও তুমি কম দামি,

বরং অলসদের জন্য তুমি তাদের সাধ্যাতীত দামি।

হে আল্লাহর পুরস্কার, যদি এমন না হতো যে তুমি,

কষ্ট দ্বারা আবৃত, যেই তোমাকে অর্জনে অগ্রগামী,

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত: ২৩

তবে কেউই আজ বসে থাকতো না অলসের মতো,

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কারের ক্ষেত্রও দূরীভূত হতো।

যাই হোক, এটি প্রতিটি অপ্রিয় কষ্টের দ্বারা আবৃত,

যেন সেই সকল অলস লোকেরা হয় দ্রুত বিতাড়িত,

আর যেন তাদেরকে সেই তীব্র ব্যাকুলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেয়া যায়,

যারা মহামহিম রবের দরবারে পৌঁছে, যা তাঁর ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়।

ইবনুল কাইয়্যুমের (রহিমাহুল্লাহ) কথাগুলো কতই না সুন্দর। তাঁর কবিতার পংক্তিগুলোতে কি সুন্দর করে বর্ণনা করলেন, "আল্লাহর কসম, এটি তো সস্তা নয় যে, একজন দেউলিয়া লোক তা কিনে নিয়ে যাবে। এটি তো এমনও নয় যে, বিক্রয় না করে অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণে তা সম্পূর্ণরূপে দান করা হয়। বরং বাজারে এটিকে খুবই উঁচু দামে উপস্থিত করা হয়, আর এটির একমাত্র মূল্য নির্ধারিত হয় যে, নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দিতে হবে। তাই অস্বীকারকারীরা পিছু হটে যায়, আর যারা এটিকে ভালোবাসে তারা তা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে যায় যে, কে এটি ক্রয় করার সম্মানের অধিকতর যোগ্য। পুরস্কারটা তাদের হাতে ঘুরতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত সেটা তার হাতে গিয়ে পড়ে যে,

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

...মুসলমানদের প্রতি হবে দয়ালু ও মেহেরবান এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর...[২]

যখন ক্রমান্বয়ে আরো বেশী মানুষ এসে এই পুরস্কারের দাবি করছিল তখন তাদেরকে নিজ দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে বলা হয়। কারণ যদি শুধু এই দাবির ভিত্তিতেই তাদেরকে এটা দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে যারা এই পুরস্কারের ব্যাপারে পরোয়া করে না সেই সব লোকেরাও এসে দাবি

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫৪

তুলতো যে, তারা সেটিকে প্রবলভাবে কামনা করে। সুতরাং, এভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা যখন তাদের দাবি তুলতে লাগলো, তখন বলা হলো, ‘এই প্রমাণ ছাড়া তাদের দাবি গৃহীত হবে না,’

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন...[৩]

ফলে, অধিকাংশ লোক পিছু হটে গেলো, আর শুধুমাত্র তারাই রয়ে গেলো যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের আমল (কর্ম), কথা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। তাই তারা যেন নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে পারে সে জন্য সেই শর্তে তারা কিছু স্পষ্ট বিষয় যোগ করতে অনুরোধ করলো যা করার মাধ্যমে তারা সেই দাবি প্রমাণ করতে পারবে, ফলে বলা হলো,

يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

...তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না...[৪]

এর ফলে ভালোবাসার দাবিদার বেশীরভাগ লোকই সরে পড়লো, আর শুধুমাত্র মুজাহিদীনগণ থেকে গেলেন। তাদেরকে বলা হলো, ‘যারা এই ভালোবাসার দাবিদার তারা তো নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদের মালিক নয়, সুতরাং এগিয়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে চুক্তি পূর্ণ করো,’

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত...[৫]

---

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

[৪] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫৪

[৫] সূরা তাওবা, আয়াত: ১১১

তাই যখন তারা এই খরিদকারীর মহত্ত্ব ও মহানুভবতা সম্পর্কে জানলো, তাঁর পুরস্কারের গুণকে বুঝলো, আর যাদের হাত এই চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করলো; তখন তারা এই পুরস্কারের মূল্য বুঝলো, বুঝলো যে এটা সত্যিকার অর্থেই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা দেখলো যে, সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অল্প দামে এই পুরস্কারকে বিক্রি করে দেয়। তাই তারা সন্তুষ্টচিত্তে অন্য কোনো বিকল্পের কথা না ভেবেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেলো, আর তারা বললো, 'আমরা এই রাস্তা থেকে হটবো না।' ফলে যখন এই চুক্তিটি সম্পূর্ণ হলো এবং বেচাকেনা শেষ হলো, তখন তাদেরকে বলা হলো, 'আমার জন্যে তোমাদের জীবন ও সম্পদ যখনই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এগুলোকে আমি বহুগুণে বর্ধিত করে ফেরত দিবো!'

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তা নিয়ে তারা উৎফুল্ল...[৬]

সুতরাং, যখন তারা তাদের মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভ করলো তখন তারা তাঁর প্রশংসা করলো, আর মহান অভিভাবকের থেকে যে পুরস্কার তারা পেয়েছে সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করলো, এবং পরদিন সকালেও তারা আবারও তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।"

আমার ব্যাটা, তোমাকে এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটা মুখস্ত করে ফেলো যাতে এই পথের বাস্তবতা ও এর চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারো। তাই আজকের পর আর কখনোও অধৈর্য হয়ো না, আর যতদিন জীবন ধারণ করছো কখনোও ক্লান্ত বা নিরাশ হয়ো না।

আমার সাথে তোমার শেষবারের সাক্ষাতের কথা মনে করো, আমি দর্শনার্থীর জানালা দিয়ে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে চোখ দু'টো যেন আমাকে দেখার খুশিতে আনন্দে বড় হয়ে

[৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭০

গিয়েছিল। তুমি বলছিলে, “বাবা! গতকাল আমি আমার উস্তাযের সাথে শিকারে গিয়েছিলাম, আর জীবনে প্রথমবারের মতো আমি রাইফেল দিয়ে একটি কবুতর শিকার করেছি! হ্যা বাবা! রাইফেল দিয়ে! আমি জীবনে প্রথমবার রাইফেল দিয়ে কবুতর শিকার করেছি!”

“চমৎকার, উমার! চমৎকার! এখন হলো বাজপাখি শিকারের সময়। যদি আল্লাহ চান, শীঘ্রই আমি তোমাকে শিখাবো, কিভাবে বাজপাখি শিকার করতে হয়।”

আযান শেষ হয়েছে, স্মৃতির জানালাও বন্ধ হয়েছে। এক ফোঁটা মূল্যবান অশ্রু জমা হয়েছে চোখে। খুব দ্রুত আমি তা মুছে ফেললাম আর মৃদুস্বরে বললাম,

“হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছায় রাত শুরু হলো আর দিন শেষ হলো। তোমার কাছেই সব দোয়া, সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করো।”

আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

রমজানের প্রথম রাত্রি,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতের ১৪১৭ বছর পর